...নিক ইনকিলাব

তারিখ 21 APR 1987
পৃষ্ঠা ... 12 কলাম ... 1 ...

শিক্ষা তথ্য ও গবেষণা ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

180

উপজেলা পরিক্রমা

গোপালগঞ্জ সদর

গোপালগঞ্জ, ২০ এপ্রিল (সংবাদদাতা)।— বহু কৃতী সন্তানের জন্মস্থান এই গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা। বেশ কিছু রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক এই উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই সদর উপজেলা দেশের অন্যান্য উপজেলা থেকে উন্নয়নের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা ১৪৭.৮৭ বর্গমাইল যায়গা জুড়ে অবস্থান করছে। ২২টি ইউনিয়ন ও ২১০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত এ সদর উপজেলার মোট লোকসংখ্যা ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯শ' ৮৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৩৯ হাজার ৪শ' ৯১ জন এবং মহিলা ১ লাখ ৩৪ হাজার ৪শ' ৯৫ জন।

কৃষি ব্যবস্থা

কৃষিকাজ ঐ উপজেলাবাসীর প্রধান উপজীবিকা। শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও এ যাবত কৃষি উন্নয়নের জন্য তেমন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ১২৯টি মৌজা নিয়ে গঠিত এ সদর উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ ১ লাখ ১৮ হাজার ৫শ' ৭৮ একর। এর মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ৬২ হাজার ৯শ' ৩৩ একর, অনাবাদী জমির পরিমাণ ২৭ হাজার ৩শ' ১৭ একর এবং পতিত জমির পরিমাণ ২৮ হাজার ৩শ' ২৮ একর। জমির প্রকারভেদে এ উপজেলায় এক ফসলী, দো-ফসলী এবং তে-ফসলী শস্যের আবাদ হয়ে থাকে। এই উপজেলায় ধান, পাট, ইক্ষু, সরিষা, কলাই, এবং বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জি ও তরকারী প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে। তবে ধান ও পাট এখানকার প্রধান ফসল।

শিক্ষা ব্যবস্থা

এই উপজেলায় ৪টি মহাবিদ্যালয়, ১শ', ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ৬টি ফাজিল মাদ্রাসা, ২টি হাফেজী মাদ্রাসা এবং ৩১৬টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় রয়েছে। তবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এখন নাজুক। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণসহ বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ও বইপত্রের অভাবে এখান থেকে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বিদায় নিয়েছে বলে বলা যায়। তাছাড়া শিক্ষার মান দিন দিন নিম্ন থেকে নিম্নতর হচ্ছে। কেননা এই উপজেলায় ছাত্রদের প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে স্কুল এবং কলেজে ঠিকমত পড়াশুনা হচ্ছে না। শিক্ষিতের হার শতকরা ৩১.১%।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

এই উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। এই উপজেলার মোট রাস্তার পরিমাণ ১শ' ৯৬ মাইল। এর মধ্যে পাকা রাস্তার পরিমাণ ১২ মাইল, আধাপাকা ২৯ মাইল এবং কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ১শ' ৫৫ মাইল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ১টি, পোস্ট অফিস ৩০টি এবং গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য বেশ ক'টি বাস চলাচল করে থাকে।

চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা

গোপালগঞ্জ উপজেলা সদরে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল রয়েছে এবং ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল এখনো নির্মাণাধীন রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫টি হাসপাতাল, ২২টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, ১টি টিবি ক্লিনিক ও ১টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র এ উপজেলায় রয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত ওষুধ-পথ্য ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে সুষ্ঠু চিকিৎসা থেকে রোগীরা অহরহই বঞ্চিত হচ্ছে।

হাট-বাজার

এ উপজেলায় হাটের সংখ্যা ২৮টি এবং বাজারের সংখ্যা ৭টি। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে এসব হাট-বাজারে নোংরা পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।